ইসলাম গ্রহণে সৃষ্টিকুলের অগ্রজ

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ رضي الله عنها

[জীবন ও কর্ম]

বই	**উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ ﵂ [জীবন ও কর্ম]**
মূল	আবদুল হামীদ মাহমুদ তহমায
অনুবাদ	মিজানুর রহমান ফকির
সম্পাদনা	প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশনায়	আলোকিত প্রকাশনী

ইসলাম গ্রহণে সৃষ্টিকুলের অগ্রজ

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ رضي الله عنها [জীবন ও কর্ম]

আবদুল হামীদ মাহমুদ তহমায

অনুবাদ

মিজানুর রহমান ফকির

দাওরায়ে হাদিস, বিএ (অনার্স), এমএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
প্রভাষক (আরবি), মোহনগঞ্জ ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, নেত্রকোণা।

সম্পাদনা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পি.এইচ.ডি. (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
অধ্যাপক, আল ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

আলোকিত প্রকাশনী

ইসলাম গ্রহণে সৃষ্টিকুলের অগ্রজ

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ ﵂

[জীবন ও কর্ম]

প্রকাশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: +৮৮০ ১৭৪৭ ৩৭০৭২৭, +৮৮০ ১৭৫৫ ১৬০৫৭৫

ইমেইল: alokitoprokashonibd@gmail.com, ওয়েবসাইট: alokitomart.com

ISBN: 978-984-96117-8-3

প্রথম প্রকাশ: মে ২০২৫

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া)
TazeemShop.com, UmmahBD.com
Sunnah Bookshop, Anaaba Books, tawheedpublicationsbd.com,
Darus Sunnah Shop, mmshopbd.com, ihyaussunnah.com

পৃষ্ঠাসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা-১২১২, ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

প্রচ্ছদ: আলোকিত প্রকাশনী টিম

মূল্য: ২৬৫.০০ টাকা মাত্র

UMMUL MUMININ KHADIZA R. [JIBON O KORMO], Writen by Abdul Hamid Mahmud Tahmaj, Translated by Mizanur Rahman Fakir, Edited by Professor Dr. Abu Bakar Mohammad Zakaria, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. Price: BDT 265, USD: $ 10 Only.

সূচীপত্র

প্রাজ্ঞজনদের ভাষ্যে খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ০৯
অনুবাদকের কথা ১১
সম্পাদকের কথা ১৩
গ্রন্থকার পরিচিতি ১৫
অনুবাদক পরিচিতি ১৮
ভূমিকা ১৯

প্রথম অধ্যায়

সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার পূর্বজীবন, ২৩
বাগদান ও বিবাহ ২৩
নাম ও বংশধারা ২৪
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সম্মানিত পিতা ২৫
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সম্মানিত মাতা ২৬
নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের আগে তাঁর বিবাহ ২৭
আল-আমিন ও তাহিরার পরিচয় ২৯
রিযিকের সন্ধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩২
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সম্পদ নিয়ে ব্যবসা ৩৪
মাইসারার বর্ণনা ৩৬
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার আকাঙ্ক্ষা ৩৯
বিবাহ প্রস্তাবের সূচনা ৪০
বরকতময় খুতবা ও শুভ বিবাহ ৪৩
বিয়ে কেন্দ্রিক কিছু অগ্রহণযোগ্য ও মিথ্যা বর্ণনা ৪৬
স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাময় গৃহে ৫৭
একজন মহিয়সী নারী ও উত্তম স্ত্রী ৫৮

ঘরের রানী ৬৪
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জন্য জান্নাতের ঘরের সুসংবাদ ৬৮
প্রসাদের কথা না বলে ঘরের কথা বলার কারণ ৬৯
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার আলোকিত ঘর ৭১
হিন্দ ইবনে আবু হালাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ৭২
আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ৭৬
যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ৭৭
উম্মে আইমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

সত্যায়ন ও সমর্থন ৮১
নবুওয়াতের সুসংবাদ ৮২
সত্য স্বপ্ন ৮৪
হেরা পর্বতের গুহায় ৮৬
দুই আমিনের (বিশ্বস্ত ব্যক্তির) সাক্ষাৎ ৮৯
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে প্রত্যাবর্তন ৯২
ওরাকাহ ইবনে নওফলের দ্বারে ৯৪
ফেরেশতা যাচাই ৯৯
জিবরীল 'আলাইহিস সালামের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ১০১
ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি ১০৪

চতুর্থ অধ্যায়

নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম পৃষ্ঠপোষকতা ও চরম ধৈর্য অবলম্বন ১০৮
নতুন অধ্যায়ের সূচনা ১০৯
বিদ্বেষের স্রোতে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম ১১০
বয়কট ও অবরোধ ১১৩
শি'আবে আবি তালিবে সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার অবদান ১১৫

আমুল হুযন বা দুঃখের বছর ১১৮
প্রিয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু ১১৮
প্রিয়তমা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মৃত্যু ১২১
খাদীজার মধুর হাসির স্নিগ্ধ আভা ১২২

পঞ্চম অধ্যায়

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার স্মৃতি ১২৭
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ঈর্ষা ১২৮
হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা! ১৩১
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নারী ১৩৫
শ্রেষ্ঠত্বের বাচনে দুই মহিয়সী নারী ১৩৯
খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার গলার হার ১৪৩
মদীনার পথে যায়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ১৪৫
আবুল আস ইবনুর রাবি' এর ইসলাম গ্রহণ ১৪৮
সাইয়্যিদা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ১৫২
আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে বাবার মীরাস চাওয়া ১৬১
নবীগণের মীরাসের বিধান ১৬৩
মীরাস বিষয়ে খোমেনির ভুল বিশ্বাস এবং তার যৌক্তিক খণ্ডন ১৬৫
পরিশিষ্ট ১৭০
উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা (এর শানে কবিতা) ১৭২
গ্রন্থপঞ্জি ১৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাজ্ঞজনদের ভাষ্যে খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা

«قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ».

সবাই যখন অস্বীকার করেছিল তখন খাদীজাহ আমার প্রতি ঈমান এনেছিল, সবাই যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল খাদীজাহ তখন আমাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, মানুষ যখন আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল খাদীজাহ তখন তার অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল এবং অন্যান্য নারীরা যখন আমাকে সন্তান দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম ছিল তখন আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তান দান করেছিলেন।” [মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ «إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ».

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা করিনি যতটুকু খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা বেশি সময় আলোচনা করতেন। কোনো কোনো সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে

দিতেন। আমি কোনো সময় ঈর্ষা ভরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতাম, মনে হয় খাদীজাহ ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনো নারী নেই। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছিল।” [আয়েশা আস-সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা]

كَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ وَآزَرَهُ عَلَى أَمْرِهِ، فَكَانَ لَا يَسْمَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ مِنْ رَدٍّ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبٍ لَهُ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا، تُثَبِّتُهُ وَتُصَدِّقُهُ، وَتُخَفِّفُ عَنْهُ، وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنْ قَوْمِهِ.

“খাদীজাহ বিনতে খুয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের পক্ষ থেকে যে ওহী নিয়ে এসেছিলেন সেটাকে তিনি সত্য বলে মেনে নেন এবং সর্বোতভাবে তাঁর কাজে সাহস জুগিয়েছিলেন। যখনই তিনি মুশরিকদের কোনো মিথ্যারোপ বা তাদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য শুনতেন, যা তাঁকে কষ্ট দিত, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সেই কষ্ট দূর করে দিতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকে সাহস সঞ্চারী কথা বলতেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁকে সত্যায়ন করতেন এবং মুশরিকদের থেকে পাওয়া তাঁর ওপর সৃষ্ট মানসিক চাপকে সহনীয় করে তুলতেন।” [আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা]

وَهِيَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ، كَانَتْ عَاقِلَةً جَلِيلَةً دِينَةً مَصُونَةً كَرِيمَةً.

“খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন একজন নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ নারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, সম্মানিতা, দীন-অন্তপ্রাণ, পবিত্রা ও উদারহস্ত।” [ইমাম আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ]

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো দ্বারা আমাদের জীবন আলোকিত করেছেন। অগণিত সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও নৈতিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সম্মানিত পাঠক! মহান আল্লাহ অসীম দয়ায় আমি এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সুযোগ পেয়েছি। এটি নিছক একটি জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং এটি ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী, যেখানে উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবন, ত্যাগ ও অবদান অত্যন্ত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন এমন একজন নারী, যিনি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমা স্ত্রী নন, বরং তিনি ছিলেন নবুওয়াতের প্রথম সমর্থক, এক অনন্য ত্যাগী মহিয়সী নারী। তাঁর বিশাল হৃদয়, দানশীলতা, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও নবীজির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্বে এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছিল। তাঁর জীবন থেকে নারীরা শুধু পারিবারিক দায়িত্ব ও সঙ্গীর প্রতি দায়িত্ববোধই নয়, বরং আত্মত্যাগ ও ঈমানের দৃঢ়তা কেমন হওয়া উচিত, তা শিখতে পারেন।

এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকদের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, ইনশাআল্লাহ। মূল আরবি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় আমি যথাসম্ভব বইয়ের মূল ভাব, ভাষার সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। অনুবাদ একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ, বিশেষত যখন তা নবী পরিবারের

জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ের মতো সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে হয়। ভাষাগত সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক নির্ভুলতা ও গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট যত্নশীল থেকেছি, যাতে পাঠকের কাছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে যায়।

তবে, যেহেতু আমি একজন মানবমাত্র, তাই অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, যদি কোথাও কোনো অসঙ্গতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা সংশোধনের জন্য আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত আমাকে জানাবেন। আপনাদের পরামর্শকে আমি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করব এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত অনুবাদ উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ‘আলোকিত প্রকাশনী’র প্রতি, যারা এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত শাইখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া হাফিযাহুল্লাহর প্রতি, যাঁর মূল্যবান পরামর্শ, নির্দেশনা ও সম্পাদনা এই অনুবাদের মান উন্নত করতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি আমার সকল শিক্ষক, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে আসছেন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন এবং এই গ্রন্থটিকে ইসলামের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

মিজানুর রহমান ফকির

প্রভাষক (আরবি), মোহনগঞ্জ ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

mizan.net93@gmail.com

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি মানবজাতির জন্য জ্ঞানার্জন, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার পথ উন্মুক্ত করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি—যাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদাহ খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা। নবুওয়াতের প্রথম যুগের কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এক অবিচল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে সাহস ও সমর্থন যুগিয়েছিলেন এবং তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

এমন একজন অনন্য নারীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিশদ জানার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী কেবল ইতিহাস নয়, বরং এটি একটি দিক-নির্দেশনা, যা আমাদের শিক্ষা দেয়—কীভাবে একজন নারী একাধারে আদর্শ স্ত্রী, সফল ব্যবসায়ী, দানশীল ব্যক্তি এবং ইসলামের নির্ভীক অনুসারী হতে পারেন।

গ্রন্থটি মূলত প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক আবদুল হামীদ মাহমুদ তহমায কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত, যেখানে তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবন, চরিত্র ও অবদানের এক বিশদ ও প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এই মূল্যবান গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার প্রয়াসে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অনুবাদক মোহনগঞ্জ ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, নেত্রকোণা'র আরবি প্রভাষক মিজানুর রহমান ফকির অত্যন্ত যত্নসহকারে এর অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন।

আমি এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সতর্কতার সাথে পড়ে দেখেছি এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছি। অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভুলতা বজায় রাখা হয়েছে এবং মূল ভাষার ভাব, সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের প্রতি, যাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি পাঠকের হাতে পৌঁছানোর সুযোগ পেয়েছে, বিশেষত 'আলোকিত প্রকাশনী'র প্রতি, যাঁরা এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ 'তাআলা আমাদের সবাইকে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন, তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করুন এবং এই গ্রন্থটিকে ইসলামের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন হিসেবে কবুল করুন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

অধ্যাপক, আল ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

গ্রন্থকার পরিচিতি

আবদুল হামীদ মাহমুদ তহমায, পুরো নাম আবদুল হামীদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আবদুল কাদের তহমায, একজন প্রখ্যাত সিরীয় ফকীহ, মুফাসসির এবং আধুনিক যুগের বিষয়ভিত্তিক তাফসীরের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি তাফসীর, জীবনীগ্রন্থ রচনা এবং ফিকহের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর গবেষণা এবং লেখা ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষায় একটি মূল্যবান সংযোজন।

জন্ম ও শৈশবকাল:

আবদুল হামীদ তহমায ১৯৩৭ সালে (১৩৫৬ হিজরী) সিরিয়ার হামা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং এরপর দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন:

দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর আবদুল হামীদ তহমায হামা শহরের বিভিন্ন উচ্চতর স্কুলে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। একই সাথে তিনি সুলতান মসজিদে খতিব ও শিক্ষক হিসেবে বারো বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি রিয়াদে চলে যান এবং আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মদিনা, নাজরান ও মক্কা মুকাররমায় বিভিন্ন ইসলামী ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। মক্কায় তিনি 'রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামী' (Muslim World League)-এর অধীনে উচ্চতর মসজিদ ও দাওয়াহ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন এবং এখানেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার এই সময়কালে তিনি ইনস্টিটিউটের কিছু শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের থিসিসের তদারকি করেন।

গবেষণা ও রচনা:

অবসর গ্রহণের পর আবদুল হামীদ তহমায নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গবেষণা ও রচনায় নিবেদিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ ইসলামী গবেষণা, ফিকহ, তাফসীর, সীরাহ এবং সাহাবীদের জীবনী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী বই। তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

১. التَّفْسِيرُ الْمَوْضُوعِيُّ لِسُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (৮ খণ্ড, ৪৯০৭ পৃষ্ঠা) – বিষয়ভিত্তিক কুরআন তাফসীরের একটি অনন্য সংযোজন।

২. الْفِقْهُ الْحَنَفِيُّ فِي ثَوْبِهِ الْجَدِيدِ (৫ খণ্ড, ২৪৬৪ পৃষ্ঠা) – হানাফি ফিকহের আধুনিক বিন্যাস।

৩. مِيْزَاتُ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَلَى القَوَانِيْنِ الوَضْعِيَّةِ – মানবরচিত আইনের ওপর ইসলামী শরী'আর বিশেষত্ব।

৪. عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، الْإِمَامُ الْبَحْرُ عَالِمُ عَصْرِهِ – প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ আলেম সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার জীবনী।

৫. السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَالِمَةُ نِسَاءِ الْإِسْلَامِ – উম্মুল মুমিনীন ও ইসলামী নারীদের আলেমাহ সাইয়্যিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা।

৬. السَّيِّدَةُ خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبَّاقَةُ الْخَلْقِ إِلَى الْإِسْلَامِ – ইসলাম গ্রহণে সৃষ্টিকুলের অগ্রজ উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা।

৭. الْأَنْسَابُ وَالْأَوْلَادُ – ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ও সন্তান গ্রহণ সংক্রান্ত শরীয়াহ নির্দেশনা।

৮. السُّنَنُ الإِلٰهِيَّةُ فِي الْخَلْقِ – সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে ইলাহী নীতি।

৯. سِيرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ – কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী।

১০. اَلْأَرْبَعُونَ العِلْمِيَّةُ – নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহে বৈজ্ঞানিক সত্যের সংকলন।

আব্দুল হামীদ মাহমুদ তহমায তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন ও অমূল্য রচনাবলী দিয়ে ইসলামী জ্ঞানের দুনিয়ায় চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মৃত্যু:

আব্দুল হামীদ মাহমুদ তহমায ৩০ জানুয়ারি ২০১০ (১৫ সফর ১৪৩১ হিজরী) তারিখে রিয়াদ, সৌদি আরবে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। রিয়াদের আর-রাজেহী মসজিদে জানাযা শেষে তাকে আন-নাসিম কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং তাঁর গবেষণা ও লেখালেখিকে উম্মাহর জন্য কল্যাণকর করুন। আমিন।

অনুবাদক পরিচিতি

মিজানুর রহমান ফকির। তিনি ১৯৯৩ সালে নেত্রকোণা জেলার কংস নদীর তীরে বারহাট্টা উপজেলার ফকিরের বাজারস্থ চরপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ফকির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল কুদ্দুস ফকির। তিনি এলাকার প্রাচীনতম দীনি বিদ্যাপিঠ 'হিফজুল উলুম মাদ্‌রাসা'য় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে কওমী শিক্ষাধারা ক্রমচক্রে সর্বশেষ ২০০৯ সালে 'জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম (মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স), মিরপুর-১, ঢাকা' থেকে তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস)-এ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। সেই সাথে বহুমুখী শিক্ষায় নিজেকে তৈরি করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে ২০০৮ সালে নেত্রকোণা জেলার 'দশধার মিসবাহুল উলূম দাখিল মাদ্‌রাসা' থেকে দাখিল, ২০১০ সালে 'এন. আকন্দ কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদ্‌রাসা নেত্রকোণা' থেকে আলিম, ২০১৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ এ মাদ্‌রাসা থেকেই আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে স্নাতক (সম্মান) এবং ২০১৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি 'মোহনগঞ্জ ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, নেত্রকোণা'য় প্রভাষক (আরবি) হিসেবে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি তিনি কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (CWI)-এ Assistant Editor & Admin Officer হিসেবেও কাজ করছেন। ইতোমধ্যে তাঁর লেখা ও অনূদিত বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الْمُبِينِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য। সর্বোত্তম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের সর্দার, হিদায়াতের সুস্পষ্ট আলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথী-সঙ্গী, পবিত্র স্ত্রীগণের ওপর, আর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা যথার্থতার সাথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

পর কথা:

এই কিতাবটি লিখার পিছনে একটি ঘটনা রয়েছে। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় আগে আমি একটি সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেখানে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম সেমিনার প্রধানের বক্তব্য শুনে। সেসময় উপস্থিত জনতার দৃষ্টি ছিল তার উপর নিবদ্ধ। তিনি তার জামার ভাঁজ থেকে একটি ছোট পুস্তিকা বের করলেন। অতঃপর তা খুলে তার চারপাশে জড়ো হওয়া উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পড়তে শুরু করলেন। উপস্থিত লোকেদের সাথে আমিও শুনছিলাম। হঠাৎ আমি অদ্ভুত এক শোভিত ও অলঙ্কৃত বক্তব্য শুনতে পেলাম, কিন্তু তা ছিল মিথ্যা ও অপবাদে পূর্ণ এবং জাল ও ভ্রান্ত বর্ণনায় ভর্তি।

এতে লেখক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা ত্বাহিরা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে অবিরাম মিথ্যা বলে চলেছেন। লেখক তার মিথ্যা ও অপবাদ দ্বারা শৈশবে আমরা পৌরাণিক ও কিংবদন্তি নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্কের গল্প পড়তাম, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু

'আনহার সম্পর্ককে তিনি এভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

আমি (এই মিথ্যা বক্তব্যে) পাঠকের প্রতি আপত্তি জানালে উপস্থিত জনতার অগ্নিচক্ষুর শিকারে পতিত হয়েছিলাম। আমি পাঠককে বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম যে, যেসব বিবরণ তিনি পড়ছেন তার বেশিরভাগই মিথ্যা ও অপবাদমূলক বর্ণনা। আমি তাকে যা বলেছি তার সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি যেন হাদিসের কিতাবসমূহ পড়ে দেখেন। কিন্তু লোকটি নিজে যা বুঝেছে তার ওপর জোর দিয়েছিল যে, কিতাবটি কোনো মিথ্যাবাদী ও রূপকথার গল্পকারদের লেখা নয়; বরং তা গবেষক আলেমদের লেখা।

সেই সময় থেকে মনে মনে ভাবছি, আমি সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবনী নিয়ে লিখবো। আমি কিছুটা লিখে আবার থেমে যাচ্ছিলাম। এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটে যাচ্ছিল আমার সময়। অবশেষে একদিন দারুল কলমের মালিক 'মুসলিম মনীষা সিরিজ' এর তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী দাওলা আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবনীমূলক একটি কিতাব দিয়ে সিরিজটিকে সাজানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আরেকটি বিষয় আমাকে উৎসাহিত করেছিল এবং আমার মনোবলকে আরও দৃঢ় করেছিল তা হলো— যখন আমি সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা জীবনী সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অধ্যয়ন করলাম, তখন দেখলাম যে এগুলোতে আমি প্রকৃতপক্ষে তৃষ্ণা নিবারণের মতো কোনো বিষয় খুঁজে পাইনি। এগুলোতে আমি এমন কিছু পাইনি, যা হৃদয়ের ব্যাকুলতা দূর করতে পারে। কেননা এগুলো এমন পরিপূর্ণ ও গভীর গবেষণার স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবনের সবগুলো দিককে বিশদভাবে আলোচনায় নিয়ে আসে, বরং প্রয়োজনীয় রেফারেন্স ও সূত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ছাড়াই উপস্থাপিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমা ও তাওফিকে এই গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার পূর্বজীবন, বাগদান ও বিবাহ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাময় গৃহে

তৃতীয় অধ্যায়: সত্যায়ন ও সমর্থন

চতুর্থ অধ্যায়: নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম পৃষ্ঠপোষকতা ও চরম ধৈর্য অবলম্বন

পঞ্চম অধ্যায়: খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার স্মৃতি

সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ফয়সালা যে, এ গ্রন্থটি এমন এক বছরে প্রকাশিত হচ্ছে যখন একটি ইচ্ছাকৃত মিডিয়ার বিপর্যয়ের সাক্ষী আমরা হয়েছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে এক লম্পট তার স্বদেশ ও সমাজ ত্যাগ করে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী ও এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু দেশ ও সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বসে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীনকে নিয়ে জঘন্য অপবাদ ও কুৎসিত মিথ্যার ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল। সে সেখানে এমন এক শ্রেণির মানুষের সমর্থন পেয়েছে, যারা তার মিথ্যা বাণী প্রচার ও তার সুরক্ষা দিতে উদগ্রীব ছিল এবং তার বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া ছিল। মূলত এটি ছিল তাদের শত শত বছর ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নৃশংস ক্রুসেড যুদ্ধের প্রতিধ্বনি।

যাইহোক, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই বক্তব্যে তারা খুব শীঘ্রই পরাজিত হবে, যেভাবে তারা এই দীনকে ধ্বংস করার জন্য অসংখ্য যুদ্ধে তারা নিজেরাই পরাজিত হয়েছিল। কারণ এই দীনের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের অবস্থা সেই বুনো ছাগলের মতো—যেমন কোনো এক কবি বলেছিলেন:

كَنَاطِحٍ صَخْرَةٍ يَوْمًا لِيُوهِنَهَا *** فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ

“সে একদিন পাথরকে ভাঙতে চেয়ে গুঁতো মেরেছিল। পাথরের ক্ষতি তো কিছুই করতে পারেনি; বরং বুনো ছাগলের শিং ঠিকই ভেঙে গিয়েছিল।”

মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন:

﴿بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨﴾

[الانبياء: ١٨]

“বরং আমরা সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার ওপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা আল্লাহকে যে গুণে গুণান্বিত করছ তার জন্য রয়েছে তোমাদের দুর্ভোগ!” [সূরা আল-আম্বিয়া: ১৮]

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কিতাবটিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং কিয়ামত দিবসে এর দ্বারা আমাকে উপকৃত করেন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِـهِ

আল্লাহর মুখাপেক্ষী

আব্দুল হামিদ মাহমুদ তহমায

রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী’র অধীনস্থ
মা‘হাদুল আইমম্মা ওয়াদ দু‘আত, মক্কা মুকাররমা
২৪-০৭-১৪০৯ হি., ০২-০৩-১৯৮৯ খ্রি.

প্রথম অধ্যায়

সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার পূর্বজীবন, বাগদান ও বিবাহ

প্রথম অধ্যায়

সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার পূর্বজীবন, বাগদান ও বিবাহ

নাম ও বংশধারা

তাঁর পুরো নাম হচ্ছে—খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই। বংশ, পরিবার, মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি কুরাইশ শীর্ষস্থানীয় নারী। তার বংশধারা পঞ্চম পূর্বপুরুষ কুসাই ইবনে কিলাবে এসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে মিলে যায়।

ইবনে হিশাম[১] রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانَتْ خَدِيجَةُ يَوْمَئِذٍ أَوْسَطَ نِسَاءِ قُرَيْشٍ نَسَبًا، وَأَعْظَمَهُنَّ شَرَفًا، وَأَكْثَرَهُنَّ مَالًا.

"সে সময় খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন বংশ মর্যাদায় কুরাইশ নারীদের মধ্যমণি, মর্যাদায় সবচেয়ে সম্মানিত এবং সম্পদে সবার চেয়ে ধনাঢ্য।"[২]

বংশধারার দিক দিয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীনের মধ্যে তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছের। পূর্বপুরুষ কুসাইয়ের বংশধারা থেকে সাইয়্যিদা খাদীজাহ ও সাইয়্যিদা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা ছাড়া অন্য কাউকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেননি।

---

০১. তাঁর পুরো নাম হলো, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম আল-মা'আফিরী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থ সিরাতে ইবনে হিশামের রচয়িতা। ২১৩ হিজরীতে তিনি মারা যান।

০২. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৮৯)।

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সম্মানিত পিতা

খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ

খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ছিলেন কুরাইশদের একজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। নিম্নের ঘটনাটি কুরাইশের মধ্যে তাঁর অবস্থান ও মর্যাদার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর তা হলো—

হস্তি বাহিনীর দুই বছরের পরে কথা। ইয়েমেনের আরব রাজা সাইফ ইবনে যিই-ইয়াযান হাবশীদের পরাজিত করে তাদেরকে ইয়েমেন থেকে বিতাড়িত করেন। এ বিজয়লগ্নে কুরাইশরা তাকে অভিনন্দন জানাতে যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন, খুওয়াইলিদ ছিলেন সেই বিশেষ প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য। সেই প্রতিনিধিদলের ব্যক্তিরা হলেন—নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম, উমাইয়া ইবনে আবদে শামস, খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ এবং মক্কার কুরাইশদের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তারা রাজধানী সান'আয় সাইফ ইবনে যিই-ইয়াযানের 'গামদান' নামীয় প্রাসাদে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান।[৩]

খুওয়াইলিদের মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মত হলো— তিনি হারবুল ফিজার বা ফিজার যুদ্ধের[৪] পূর্বে মারা যান। সামনে এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কুরাইশ ও ক্বায়েস গোত্রের মধ্যে। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানাহ এবং অপর পক্ষে ছিল ক্বায়েস 'আয়লান। সেসময় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল চৌদ্দ বা পনেরো বছর।

ইবনে হিশাম বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ বা পনেরো বছর বয়সে উপনীত হন, যেমনটি আবু উবাইদাহ আল-নাহবী

০৩. দেখুন: আযরাকি, আখবারু মক্কা (১/১৪৯)।

০৪. ফিজার যুদ্ধ (অন্যায় যুদ্ধ, হারবুল ফিজার নামেও পরিচিত) হলো আরব অঞ্চলে সংঘটিত একটি যুদ্ধ, যা খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে, তৃতীয় আল-নুমানের (রাজত্বকাল ৫৮০-৬০২ খ্রিষ্টাব্দ) আমলে সংঘটিত হয়। [অনুবাদক]

আমাকে আমার পিতা আবু আমর ইবনুল আ'লা-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তখন কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানাহ এবং ক্বায়েস 'আয়লানের মধ্যে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়।[৫]

এই আলোচনায় ইবনে ইসহাকের[৬] সূত্রে ইবনে হিশাম লিখেন, "যখন ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ২০ বছর।"[৭]

নিষিদ্ধ বা পবিত্র মাসে যুদ্ধ হওয়ার কারণে একে ফিজার বা অন্যায় যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। দুই পক্ষের মাঝে দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল এই যুদ্ধ। পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "ফিজার যুদ্ধে আমি শুধুমাত্র শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর আমার চাচাদেরকে সংগ্রহ করে দিতাম।"[৮]

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সম্মানিত মাতা

ফাতিমা বিনতে যাইদা

ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারগণ সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মায়ের নাম ও বংশধারা ব্যতীত আর কিছুই উল্লেখ করেননি। তাঁর নাম হলো— ফাতিমা বিনতে যাইদা ইবনুল আসাম্ম। তাঁর বংশধারা গিয়ে মিলিত হয়েছে কুরাইশের পূর্বপুরুষ লুআই ইবনে গালিবের সাথে। এর মাধ্যমে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে মিলিত হন।

---

০৫. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৬৮)।

০৬. তাঁর পুরো নাম— মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার। তিনি ছিলেন জীবনী ও যুদ্ধবিষয়ক ইলমের ইমাম। তাঁকেই সর্বপ্রথম মাগাযী সংকলক হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেক আলেম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। তিনি ১৫১ হিজরীতে মারা যান। তাঁর দুটি জীবনী গ্রন্থ রয়েছে। একটির নাম হচ্ছে 'কিতাবুল মুবতাদা', আর অপরটির নাম হচ্ছে 'কিতাবুল মাগাযী'।

০৭. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৭০)।

০৮. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৭০)।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের আগে তাঁর বিবাহ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা দু’বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন আতিক ইবনে আয়েয আল-মাখযুমী, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিলেন। তারপর বনু আবদুদ দারের মিত্র আবু হালা ইবনুন নাব্বাশ ইবনে যুররাহ আত-তামিমীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনিও খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে রেখে মারা যান। তার ঔরসে হিন্দ ইবনে আবু হালা নামে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, যিনি পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। শীঘ্রই আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা দাম্পত্য জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যে কেউ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতো তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কুরাইশের অনেক পুরুষ এবং অভিজাত শ্রেণির লোকেরা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তিনি বংশীয় আভিজাত্যে ছিলেন সম্মানের চূড়ায়, সৌন্দর্যে লাবণ্যময়ী, আর সম্পদে সবার চেয়ে ধনাঢ্য। তাই অনেকেই তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল। বহুজন তাঁকে পেতে ব্যয় করেছেন অঢেল অর্থও।[৯] আল্লাহ তা‘আলাই তাঁর অন্তরে এসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার মনোভাব ঢেলে দিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাদের থেকে দূরে সরে যেতে; যাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা এবার সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা বহু আগে থেকেই ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায়িক কাজে তারা গ্রীষ্ম ও শীতকালে শাম ও ইয়েমেনে ভ্রমণ করতো, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ۝١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ۝٢﴾ [قريش: ١، ٢]

---

০৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ (২/২২৩)।

"(হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে কুরাইশদের শীতকালীন ইয়ামেন সফর নির্বিঘ্ন করা হয়েছে) কুরাইশের আসক্তির কারণে, আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন (ব্যবসায়িক) সফরের।" [সূরা কুরাইশ: ১, ২]

নারী হওয়ার কারণে তিনি ব্যবসায়ের জন্য নিজে ভ্রমণ করতেন না, বরং তিনি মুদারাবার ভিত্তিতে পুরুষদের সাথে চুক্তি করতেন অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাদের ভাড়া করতেন।

ইবনে ইসহাক বলেন,

وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ٱمْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ، تَسْتَأْجِرُ ٱلرِّجَالَ فِي مَالِهَا وَتُضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ، بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَوْمًا تُجَّارًا.

"খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী নারী। তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়োগ দিতেন। নির্দিষ্ট লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে তাদের সাথে মুদারাবার চুক্তিতে বিনিয়োগ করতেন। আর কুরাইশরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল (বিধায় লোকও পেয়ে যেতেন হাতের নাগালেই)।"[১০]

মহৎ চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণে তার খ্যাতি মক্কার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আবুল কাসেম আস-সুহাইলি[১১] রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ تُسَمَّى الطَّاهِرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ.

১০. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৭০)। মুদারাবা হলো ব্যবসায়িক চুক্তির দু'টি পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি। এতে একজন বিনিয়োগ করেন, আর অপরজন শ্রম দেন। এর মধ্যে যে লাভ হবে তা উভয়ের মাঝে নির্দিষ্ট হারে বণ্টিত হবে। ইসলাম ফিকহের কিতাবসমূহে বেশকিছু শর্তের সাথে এ ধরনের চুক্তিকে অনুমোদন দিয়েছে।

১১. তার নাম আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ব্যাকরণবিদ। আন্দালুসের একটি এলাকার নাম সুহাইল। এই এলাকার দিকে সম্পৃক্ত করেই তাকে সুহাইলি বলা হয়। ৫০৪ হিজরী সনে তার জন্ম হয়, তাঁর মৃত্যু হয় ৫৮১ হিজরী সনে। জীবনে বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন আবু রুওয়াইহা খাসআমী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বংশধর। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রুওয়াইহাকে একটি ঝাণ্ডাবাহক বানিয়েছিলেন।

"খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদকে প্রাক-ইসলামী যুগে ও ইসলামী যুগে তাহিরা বা পবিত্রা বলা হতো।"

সিয়ারুত তাইমিতে এসেছে:

أَنَّهَا كَانَتْ تُسَمَّى سَيِّدَةَ نِسَاءِ قُرَيْشٍ.

"খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে কুরাইশ নারীদের সর্দার বলা হতো।"(১২)

আয-যুবাইর ইবনে বাক্কার(১৩) বলেছেন:

كَانَتْ تُدْعَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الطَّاهِرَةَ.

"প্রাক-ইসলামী যুগে তাঁকে তাহিরা বা পবিত্রা বলা হতো।"(১৪)

ইমাম আয-যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَهِيَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ، كَانَتْ عَاقِلَةً جَلِيلَةً دِينَةً مَصُونَةً كَرِيمَةً.

"খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন একজন নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ নারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, সম্মানিতা, দীন-অন্তপ্রাণ, পবিত্রা ও উদারহস্ত।"(১৫)

আল-আমিন ও তাহিরার পরিচয়

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কাউকে টানে কাছে, আবার কাউকে সরিয়ে দেয় দূরে। সম্পর্ক তৈরি করে সমচরিত্রের ব্যক্তির সাথে; আর দূরত্ব তৈরি করে বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তিদের থেকে। এই চরিত্রমাধুর্যই আল-আমিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহিরা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মাঝে মেলবন্ধন ঘটায়।

---

১২. আবুল কাসিম আস-সুহাইলি, আর-রাউদ্বুল উনুফ (১/২১৫)।

১৩. প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর বংশধর তিনি। ১৭২ হিজরী সনে মদিনায় তাঁর জন্ম হয়। আব্বাসী খিলাফতের প্রসিদ্ধ একজন আলিম ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইতিহাসে ব্যাপক বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এক জীবনে বহু কিতাব তিনি রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিতাবুল আনসাব অন্যতম। মক্কায় কাজীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি। শেষে এই পদে বহাল থেকেই ২৫৬ কিংবা ২৫৮ হিজরী সনে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

১৪. ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তামিয়িযিস সাহাবা (৭/৬০০); ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ (৭/৭৮); আল-ইসতি'আব (৪/১৮১৭)।

১৫. হাফেয আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২/১১০)।

যে মহৎ ও উত্তম চরিত্রের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যে কারণে তিনি সমসাময়িক কুরাইশ যুবকদের থেকে নিজেকে আলাদা করেছিলেন, এটিই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মধ্যে পরিচিতির অন্যতম কারণ।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়ে ওঠেন সকল প্রকার উত্তম চরিত্রের গুণাবলি দ্বারা এবং সকল প্রকার নিন্দনীয় কাজ থেকে মুক্ত হয়ে। তাঁর রব তাঁকে নিজ তত্ত্বাবধানে সবচেয়ে উত্তম শিষ্টাচারিতাই শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কুরআনুল কারীমে তাঁর পূর্ণতায় সমৃদ্ধ চরিত্রের সাক্ষ্যও দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾ [القلم: ٤]

"আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা আল-কালাম: ০৪]

ইবনে হিশাম রাহিমাহুল্লাহ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিখুঁত চারিত্রিক দীক্ষায় বেড়ে ওঠেন' এই শিরোনামে বলেছেন:

فَشَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ تَعَالَى يَكْلَؤُهُ وَيَحْفَظُهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ أَقْذَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، لِمَا يُرِيدُ بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَرِسَالَتِهِ، حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَانَ رَجُلًا، وَأَفْضَلَ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَأَكْرَمَهُمْ حَسَبًا، وَأَحْسَنَهُمْ جِوَارًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ الْفُحْشِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُدَنِّسُ الرِّجَالَ، تَنَزُّهًا وَتَكَرُّمًا، حَتَّى مَا اسْمُهُ فِي قَوْمِهِ إِلَّا الْأَمِينُ، لِمَا جَمَعَ اللهُ فِيهِ مِنْ الْأُمُورِ الصَّالِحَةِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়ে ওঠেন মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধানে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং সব ধরনের বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন। প্রাক-ইসলামী যুগের পঙ্কিলতা থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন। কারণ তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করতে চান ও আপন বাণীর বাহক বানাতে চান। অবশেষে তিনি এই অবস্থানে পৌঁছেছিলেন যে, তিনি হয়ে ওঠেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের একজন মানুষ, নিজের কাওমের উৎকৃষ্ট মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ বংশের

গর্বিত সন্তান, সর্বোত্তম প্রতিবেশী, সর্বশ্রেষ্ঠ সহনশীল, কথাবার্তায় সবচেয়ে আন্তরিক, সত্যবাদিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, আমানতদারিতায় প্রবাদপুরুষ। যে সকল চারিত্রিক কদর্য মানুষকে কলুষিত করে এমন অনৈতিকতার ঘৃণ্যতা থেকে দূরে অবস্থানকারী, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন, চেয়েছেন সম্মানিত করতে। একপর্যায়ে লোকেদের মাঝে চর্চিত হয় একটি কথা; মুহাম্মাদ মানেই আল-আমিন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাঝে সকল মহৎ গুণের সমাহার ঘটান।"[১৬]

সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ চরিত্রের কথা এবং তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার কথা শুনেছিলেন। আর এদিকে তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী নারী। তাঁর একজন সৎ ও বিশ্বস্ত পুরুষের প্রয়োজন ছিল, যার হাতে তাঁর সম্পদের ভার তুলে দিতে পারবেন নিশ্চিন্তে-নির্ভরতায়।

ইবনুল আছীর[১৭] রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَكَانَ سَبَبُ تَزَوُّجِهَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَتْ خَدِيجَةُ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا تَضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ مِنْهُ.

فَلَمَّا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَلَغَهَا مِنْ صِدْقِ حَدِيثِهِ وَعَظَمَةِ أَمَانَتِهِ وَكَرَمِ أَخْلَاقِهِ بَعَثَتْ إِلَيْهِ وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِي مَالِهَا إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا، وَتُعْطِيهِ

১৬. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৬৭)। অনুরূপ এটিকে সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (২/১৯৮) এর লেখক উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এটিকে দাউদ ইবনুল হুসাইনের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, যেমনটি ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকির ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যা বাইহাকী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

১৭. তাঁর নাম ইযযুদ্দীন আবুল হাসান আল-জাযারী। তবে ইতিহাসে তিনি 'ইবনুল আছীর জাযারী' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন বরেণ্য মুসলিম ঐতিহাসিক এবং প্রখ্যাত বীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রাহিমাহুল্লাহুর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব।

৫৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করা এই বিদ্বান শৈশবে পরিবারের সঙ্গে মসুল শহরে স্থায়ী হন। সেখানেই তিনি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করেন এবং ৬৩০ হিজরীতে মারা যান।

أَفْضَلَ مَا كَانَتْ تُعْطِي غَيْرَهُ مِنَ التُّجَّارِ، مَعَ غُلَامٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: مَيْسَرَةُ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বিয়ের কারণ হচ্ছে—আমাদেরকে আবু জা'ফর অবহিত করেছেন ইউনুস সূত্রে, তিনি বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক থেকে। তিনি বলেন, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য নারী ছিলেন। তিনি বেতনভুক্ত কর্মচারী রেখে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বস্তুত গোটা কুরাইশ বংশই ছিল ব্যবসায়িক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্বের সুখ্যাতি অন্যদের ন্যায় খাদীজার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহারও গোচরীভূত হয়। তাই তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি তাকে এও জানান যে, কাজের জন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন, তার চেয়ে উত্তম সম্মানি তাঁকে দিবেন। খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা তাঁর গোলাম মাইসারাকেও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহায্যের জন্য দিতে চাইলেন।"[১৮]

রিযিকের সন্ধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেড়ে ওঠেন ইয়াতীম ও দরিদ্র হিসেবে। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ যখন মারা যান, তখন তিনি ছিলেন তাঁর মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব আয-যাহরিয়া আল-কুরাশিয়ার গর্ভে। জন্মের পর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দেখাশোনা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বেড়ে ওঠেন। যখন তিনি আট বছর বয়সে উপনীত হন, তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও মারা যান। এ সময় তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর দেখাশুনা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তার পরিবারের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন। চাচা আবু তালিবের সন্তানাদি ছিল বেশি এবং অর্থ-সম্পদ ছিল কম, যে কারণে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের সূচনাতেই কাজের প্রতি এবং রিযিক সন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বারো বছর বয়সে তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে শামের ব্যবসায়িক সফরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শামের একটি আশ্রমে অবস্থানকারী বুহাইরা নামক

১৮. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ (৭/৮০)।

যখন খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বুঝতে পারলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি আগ্রহী, তখন তিনি তাঁর কাছে বার্তা পাঠালেন এবং নিজে থেকেই তাঁকে প্রস্তাব দিলেন। একই সঙ্গে তিনি সেই কারণগুলোও উল্লেখ করলেন, যা তাঁকে এই বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আমি আপনার প্রতি আগ্রহী হয়েছি আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক, আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার সম্মানিত অবস্থান, আপনার আমানতদারিতা, আপনার উত্তম চরিত্র এবং আপনার সত্যবাদিতার কারণে।[৩২]

তবে তিনি (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) তাঁর বিয়ের অন্য কোনো উদ্দেশ্য উল্লেখ করেননি, যেমন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড় কোনো আশা বা আকাঙ্ক্ষা। কারণ এগুলো ছিল ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয়, যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

বরকতময় খুতবা ও শুভ বিবাহ

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে বিয়ের বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং এ বিষয়ে যা ঘটেছিল তা তাকে জানিয়ে দিলেন। তখন চাচা সম্মত হন যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে খাদীজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন। তিনি বনু হাশেমের দশজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে খাদীজার চাচা আমর ইবনে আসাদের কাছে যান এবং তার কাছে খাদীজার বিয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি বিবাহে সম্মত হন এবং বলেন, মুহাম্মাদ তো এমন যুবক যার থেকে নাক কখনো বন্ধ রাখা হয় না। অর্থাৎ তাকে বিয়ের ব্যাপারে না করা যায় না।[৩৩]

ইবাদ (২/২২৩)।

৩২. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন্নাবাওয়িয়্যাহ (১/১৭৩)।

৩৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ (২/২২৩)। (لا يُقدَع أنفه) এর অর্থ হলো (لا يضرب أنفه) অর্থাৎ তার নাক কখনোই বন্ধ করা হবে না। এটি একটি শ্রীবৃদ্ধি ও মহিমান্বিত ব্যক্তির প্রশংসা করতে ব্যবহৃত হয়। এর মানে হলো তাকে অস্বীকার করা যায় না। একই ধরনের কথা আবু সাফিয়ানও বলেছিলেন, যখন তিনি জানতে পারেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু

ইবনে হিশাম তার সীরাতে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান এবং তিনি এটি তার পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদের কাছে পেশ করেন। তবে এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বিয়ের প্রস্তাব পেশ করবেন, যেখানে আবু তালিব জীবিত ছিলেন। কারণ, আবু তালিব হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর চেয়ে বয়সে বড় এবং তিনি সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর।

তাছাড়া আমরা পূর্বেই জেনে এসেছি যে, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার পিতা খুয়াইলিদ ফিজার যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং সহীহ বর্ণনা মতে, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার চাচা আমর ইবনে আসাদ ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার বিয়ের অভিভাবকত্ব করেছেন।

ইমাম সুহাইলি রাহিমাহুল্লাহ এই মতকে বিশুদ্ধ বলে সমর্থন করেছেন তাবারি কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত দিয়ে। এই রেওয়ায়েতটি জুবাইর ইবনে মুত'ইম, ইবনে আব্বাস ও সাইয়্যিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে বর্ণিত। এতে বলা হয়েছে যে, আমর ইবনে আসাদ-ই সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পন্ন করেন; কারণ খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার পিতা খুয়াইলিদ ফিজার যুদ্ধের আগেই মারা গিয়েছিলেন।[৩৬]

বিয়ে কেন্দ্রিক কিছু অগ্রহণযোগ্য ও মিথ্যা বর্ণনা

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁর পিতা খুওয়াইলিদকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিয়েতে সম্মত করিয়েছিলেন, সেগুলো দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা।

আয-যুহরী তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সাইয়্যিদা খাদীজাহ

৩৬. আহমদ আস-সুহাইলি, আর-রাওদ্বুল উনুফি ফী শারহিস সীরাতিন্নাবাওয়িয়্যাহ লি ইবনি হিশাম (১/২১৩)।

নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে ভালোবেসেছেন এবং তাঁর স্মরণে আকুল ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে খাদীজার প্রতি ভালোবাসার কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন: «إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا» “খাদীজার প্রতি ভালোবাসা আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দান করা হয়েছে।”(৬৪)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি ভালোবাসা এমন একটি বিশেষ গুণ যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে দান করেছেন।

ঘরের রানী

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অধিক সন্তান জন্মদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীলা ও মমতাময়ী। এগুলো একজন নারীর অন্যতম উত্তম গুণ, যা তার শারীরিক গঠনের ভারসাম্য ও নারীত্বের পরিপূর্ণতার পরিচায়ক। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম নারীকে বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। মা‘কিল ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»

“তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান জন্মদানকারী; কেননা (কিয়ামতের দিন) আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ববোধ করবো।”(৬৫)

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সন্তান সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র ইবরাহীম ছাড়া। ইবরাহীমকে সাইয়্যিদা মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা জন্ম দেন, যাঁকে মিসরের শাসক মুকাওকিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

---

৬৪. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস নং ২৪৩৫।

৬৫. আবু দাঊদ, আস-সুনান, হাদিস নং ২০৫০; নাসাঈ, আস-সুনান, হাদিস নং হাকিম, আল-মুসতাদরাক, হাদিস নং ২৬৮৫। হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। এই হাদিসটির একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। দেখুন: তারগীব ওয়াত তারহীব (৩/৪৬)।

بِلَالُ، وَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَأَتَّخِذَنَّـهُ حَنَانًا»

"বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন বনু জামুহের এক নারীর গোলাম। তারা তাঁকে মক্কার গরম বালিতে নির্যাতন করত। তাঁকে শির্কে বাধ্য করার জন্য তপ্ত বালির উপর চিত করে শুইয়ে রাখত। বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তখন বলতেন: আহাদ, আহাদ—ইলাহ শুধু একজনই। একদিন ওরাকাহ সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে এমন অবস্থায় দেখে বললেন: আহাদ আহাদ হে বিলাল! আল্লাহর শপথ, তোমরা যদি তাকে হত্যা করে ফেলতে, তাহলে আমি দয়া বলে মনে করতাম।"[১০৭]

ফেরেশতা যাচাই

জিবরীল 'আলাইহিস সালামের ধারাবাহিক আগমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলতে থাকে। উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর উপস্থিতিকে স্বাভাবিক মনে করা। সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রজ্ঞাময় বুদ্ধি ও বিচক্ষণ মতামত দিয়ে চিন্তা করলেন যে, তিনি জিবরীল 'আলাইহিস সালামের সত্যতা যাচাই করবেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

"হে চাচাতো ভাই! আপনি কি পারবেন আমাকে আপনার সেই সঙ্গীর খবর জানাতে, যিনি আপনার কাছে আসেন?"

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, পারব"।

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, "যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন, তখন আমাকে জানাবেন"।

এরপর একদিন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে নবীজি বললেন, "হে খাদীজাহ, এই তো জিবরীল আমার কাছে এসেছেন"।

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, "হে চাচাতো ভাই, উঠুন এবং আমার

১০৭. আবুল ফদ্বল যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী, আলফিয়্যাতুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাতি, পৃ. ৪৩।

পঞ্চম অধ্যায়

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার স্মৃতি

নবীগণের মীরাসের বিধান

আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু যা করেছেন, তা-ই সঠিক এবং এমনটা করা ছিল তাঁর ওপর আবশ্যক। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমও তাঁর এই সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এটি শুধুমাত্র আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু-ই বর্ণনা করেননি, বরং অন্যান্য সাহাবীও এটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ».

“আমার পরিত্যক্ত সম্পদের এক দিনারও বন্টিত হবে না। আমি যা রেখে যাই তা থেকে আমার স্ত্রীগণের ব্যয় নির্বাহ এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালকের বেতন ভাতার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে সাদাকাহ বা দান।”(১৯০)

এছাড়া সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

“আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা হবে সাদাকাহ বা দান।”(১৯১)

আম্বিয়া ‘আলাইহিমুস সালামের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কোনো দীনার বা দিরহাম (অর্থসম্পদ) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান না। কারণ, তাঁদেরকে দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা‘আলার দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«...وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ».

১৯০. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস নং ১৭৬০।

১৯১. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস নং ১৭৬১।

পরিশিষ্ট

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের অষ্টম বছরে এবং উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মৃত্যুর দশ বছরেরও বেশি সময় পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর চারপাশে ছিল মুসলিম বাহিনীর তাকবির (আল্লাহু আকবার) ও তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ধ্বনিতে মুখরিত। এই দিনটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।

বিজয়যাত্রা যখন হাজুনের কাছাকাছি পৌঁছলো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজুন পাহাড়ের উপর বিজয়ের পতাকা স্থাপন করতে এবং এর চূড়ায় বিজয়ের পতাকা উড়াতে নির্দেশ দিলেন।

যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইছিলেন, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর সাথে বিজয়ের আনন্দ ও সফলতার মুহূর্তটি ভাগ করে নেন[২০০]—যে বিজয়ের আশার বাণী সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রায়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতেন; যে বিজয় বাস্তবায়নের পিছনে তিনি তাঁর ত্যাগ, ধৈর্য, কঠিন পরিশ্রম ও দৃঢ়তার মাধ্যমে অর্জন করতে সাহায্য করেছিলেন এবং সে বিজয়ের সংবাদ নিজেই প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সাইয়্যিদা খাদীজার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার চক্ষু এ আনন্দে সিক্ত হওয়ার পূর্বেই মহান প্রভূর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়ার মায়া তিনি ত্যাগ করেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি কাফিরদের নির্যাতনে মারা যান। তাঁর পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।

আজ বিজয়ের পতাকা পতপত করে উড়ছে। বিজয়াভিযান পৃথিবীর কোণে কোণে প্রসারিত হচ্ছে। আর তিলাওয়াতকারীরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াতটি তিলাওয়াত করছে,

---

২০০. এটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত বক্তব্য। এর পক্ষে যদি কোনো হাদিসে সামান্যতম ইঙ্গিতও না থাকে, তবে এমন কথা বলা অনুচিত। [সম্পাদক]

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।" [সূরা আত-তাওবা: ১০০]

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে প্রথম সারির সঠিক পথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমাদেরকে তাঁদের পথে অবিচল রাখেন এবং হাশরের মাঠে তাদের সঙ্গী করে পুনরুত্থিত করেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করুন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যিদা খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা (এর শানে কবিতা)[২০১]

يَا خِدْرَهَا كَمْ كُنتَ مَعْرَاجَ الهُدَى *** يَا خِدْرَهَا أَوَمَا اهْتَزَزْتَ إِلَى النَّدَا

হে খাদীজাহ! আপনি কতই না হিদায়াতের সোপান ছিলেন। হে খাদীজাহ! আপনি কি কল্যাণের প্রতি উদ্বেল হওনি?

يَا خِدْرَهَا كَمْ كُنتَ مَشْرِقَ رَحْمَةٍ *** وَكَمْ اسْتَفَاضَ النُّورُ فِيكِ وَغَرَّدَا

হে খাদীজাহ! আপনি তো করুণার উদয় ছিলেন। কতবার আলোর স্রোত আপনার মাঝে প্রবাহিত হয়ে গুঞ্জন তুলেছিল!

فِي كُلِّ يَوْمٍ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً *** لِلرُّوحِ إِذَا يَلْقَى لَدَيْكِ مُحَمَّدٌ

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনার কাছে আসতেন, তখন তাঁর আত্মা সে গুঞ্জনে প্রশান্তি লাভ করত।

وَيَجِيءُ جِبْرِيلُ الأَمِينُ مُحَيِّيًا *** مِنْ رَبِّهِ يُلْقِي السَّلَامَ مُرَدِّدًا

বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম তার রবের নির্দেশে আসতেন এবং বারবার সালাম প্রদান করতেন।

وَمُبَشِّرًا بِالْبَيْتِ مِنْ قَصَبٍ لَكِ *** فِي قِمَّةِ الفِرْدَوْسِ رَبِّي شَيَّدًا

তিনি আপনাকে জান্নাতে মুক্তোর তৈরি একটি ঘরের সুসংবাদ দিলেন, যা আমার রব ফেরদাউসের চূড়ায় নির্মাণ করেছেন।

২০১. আমি আনন্দিত যে, আমি এই কবিতাটি আমার সহকর্মী “হাইয়ার ইনস্টিটিউট ফর ইমামস অ্যান্ড দু‘আত” এর সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ থেকে সংগ্রহ করে বইটির সমাপ্তিতে শোভিত করতে পেরেছি।

مَا مِثْلُ خِدْرِكِ يَا خَدِيجَةُ رَفْعَةً *** طُهْرًا وَتَشْرِيفًا وَمَجْدًا مُفَرَّدًا

আপনার গৃহের সমান মর্যাদা আর কোথাও নেই হে খাদীজাহ! পবিত্রতা, সম্মান ও একক মহিমায় আপনি অতুলনীয়।

لَوْلَا حِرَاءُ لَكَانَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ *** أَهْدَى إِلَى الدُّنْيَا الرِّسَالَةَ وَالهُدَى

যদি হেরা পাহাড় না থাকত, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দুনিয়াবাসীর প্রতি রিসালাত ও হিদায়াতের প্রথম গন্তব্যস্থলই হতো আপনার ঘর।

يَا لِلْجَلَالِ وَأَنْتِ تَأْوِينَ أَحْمَدَا *** وَتَرَى الَّذِي أَوْلَتْ خَدِيجَةُ أَحْمَدَا

হে খাদীজাহ, আপনি যখন আহমদকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন আপনার মাঝে কতটা মাহাত্ম্য যে প্রকাশ পেয়েছিল। আহমদকে তো খাদীজাই আশ্রয় দিয়েছিল।

آفَاقُ مَكَّةَ كُلُّهَا عِطْرٌ سَرَى *** وَحَدِيثُ إِعْجَابٍ يَهُزُّ المَنْتَدَى

মক্কার দিগন্তব্যাপী সুবাস ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোচনা সভায় প্রশংসা ধ্বনিত হয়।

وَفَتًى يُعَانِقُهُ الجَلَالُ إِذَا غَدَا *** وَتَغِضُّ هَيْبَتُهُ العُيُونَ إِذَا بَدَا

এক যুবক (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাঁর মাঝে মহানুভবতা ছিল, যখন তিনি বের হতেন, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়লেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অবনত হয়ে যেতো।

حَدَثًا يُسَمَّى بِالْأَمِينِ وَكَفُّهُ *** غَيْثٌ لِمَنْ فِي النَّاسِ يَفْتَقِدُ النَّدَى

তিনি ছিলেন আল-আমিন, যারা সাহায্য বা দানের খোঁজ করত, তাদের প্রতি তাঁর হাত ছিল বৃষ্টির মতো।

لَمْ تَعْرِفِ البَطْحَاءُ فِي أَزْمَانِهَا *** مَثَلًا لَهُ : خُلُقًا كَأَنْفَاسِ النَّدَى

মক্কার বাত্বহা উপত্যকা যুগ যুগ ধরে এমন কাউকে পায়নি, যার চরিত্র ছিল

শিশিরের কোমল শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো।

لَا تُطْفِئُ البَأْسَاءُ مِنْ إِشْرَاقِـهِ *** كَلَّا وَلَا الجَدْبَاءُ تَنْسِيَّهُ الجِدَا

তার দীপ্তিময় আলো (গুণাবলি) কখনোই কষ্ট বা দুর্ভোগের কারণে নিভে যায়নি। এমনকি অনুর্বর জমি (পরিবেশ) তাকে তার দৃঢ়তা থেকে ভুলিয়ে দেয়নি।

عَفَّ اللِّسَانِ أَمِينُهُمْ وَصَدُوقَهُمْ *** أَبَتِ المَحَامِدُ قَبْلَهُ أَنْ تَحْشَدَا

তার জবান ছিল পবিত্র, কখনো মিথ্যা উচ্চারণ করত না, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং সৎ ব্যক্তি। তার গুণাবলি এতই মহান ছিল যে, তার আগে কেউ এমন সম্মানের অধিকারী হয়নি।

قَدْ هَـزَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ حَدِيثُهُ *** فَسَعَى إِلَيْهِ عَبْدُهَا مُتَوَدِّدًا

তার কথাবার্তা নারীদের নেত্রী (খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এর ফলে তার দাস (মাইসারা) আন্তরিক ও সদ্ভাবপূর্ণ মনোভাব নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেবা করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

وَيُسَافِرُ الفَطِنُ الأَمِينُ بِمَالِهَا *** وَيَعُودُ بِالرِّبْحِ العَظِيمِ مُزَوَّدًا

বিশ্বাসযোগ্য ও বিচক্ষণ আল-আমিন (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যান, প্রচুর লাভসহ ফিরে আসেন।

وَخَدِيجَةُ اللَّهْفَى تَسَائِلُ عَبْدَهَا *** عَمَّا جَرَى فَيَقُصُّهُ مُسْتَحْمِدَا

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা উৎসুক হৃদয়ে তার দাসকে জিজ্ঞেস করেন— যাত্রায় কী ঘটেছিল? দাস তা বর্ণনা করে প্রশংসার সাথে।

يَحْكِي عَنِ الأَمْوَالِ كَيْفَ تَكَاثَرَتْ *** وَيُفِيضُ بِالرِّبْحِ العَظِيمِ مُعَدَّدًا

সে বর্ণনা করে কীভাবে ব্যবসার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, সে বিশাল লাভের কথা একে একে উল্লেখ করে চলে।

وَخَدِيجَةُ لَمْ تَدْرِ مِنْ أَقْوَالِـهِ *** إِلَّا حَدِيثًا قَدْ يَمَسُّ مُحَمَّدَا

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা তার কথাবার্তা থেকে কেবল সে কথাগুলোই অনুভব করছিলেন, যেগুলোর প্রসঙ্গ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

وَأَحَسَّ مَيْسَرَةُ كَوَامِنَ سِرِّهَا *** فَطَوَى مِنَ الأَمْوَالِ مَا قَدْ عَدَّدَا

মাইসারা তাঁর অন্তরের গোপন অনুভূতি উপলব্ধি করতে পেরে তার সম্পদের বিস্তারিত হিসাব গুটিয়ে নিলেন।

سَأَلَتْهُ مَا بِالْأَمِينِ؟ فَقَالَ يَا *** لَلّٰهِ لَمْ أَشْهَدْ أَبَرَّ وَأَمْـجَدَا

তিনি তাকে (মাইসারাকে) জিজ্ঞেস করেন, আল-আমিন কেমন? তিনি (মাইসারা) উত্তরে বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো এমন সৎ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে ইতঃপূর্বে দেখিনি।

بَرَكَاتُـهُ زَادَتْ تِجَارَتَنَا وَقَدْ *** شَهِدَتْ عُيُونِي قَبْلَ ذَٰلِكَ مَشْهَدَا

তাঁর বরকত আমাদের ব্যবসাকে আরো বৃদ্ধি করেছে এবং আমার চোখে আগে থেকেই তার মহিমা দেখা গেছে।

فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ تَجِيءُ غَمَامَةٌ *** تَحْنُو عَلَيْهِ إِذَا الْهَجِيرُ تَوَقَّدَا

প্রত্যেক দুপুরে একটি মেঘ এসে তাঁর উপর ছায়া ফেলত, যখন তীব্র গরমের শুরু হতো।

شَاهَدَتْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ إِنْ يَسِرْ *** سَارَتْ وَتَمْكُثُ إِنْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَا

আমি প্রতিদিন দেখেছি যখন তিনি হাঁটতেন, তার সাথে মেঘখণ্ডও হেঁটে যেত। আর যদি তিনি বসতেন, তাহলে মেঘও অপেক্ষা করত।

سَبَّحَتْ خَدِيجَةُ فِي خَوَاطِرِ أَمْسِهَا *** وَالشَّوْقُ فِي طَيِّ الضُّلُوعِ تَوَقَّدَا

খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা তাঁর মনের মধ্যে গতকালের চিন্তাগুলো নিয়ে ভাবছিলেন এবং তার অন্তর ভরে উঠেছিল এক গভীর অনুভূতিতে। তার অন্তরে মুগ্ধতা সৃষ্টি হলো।

مَنْ ذَا يُبَلِّغُهُ بِأَنَّ فُؤَادَهَـا *** أَرِقُ الخَوَاطِرِ قَدْ أَحَبَّ مُحَمَّدَا

কে তাঁকে জানাবে যে, তাঁর হৃদয়ে কতটা কোমল অনুভূতি রয়েছে এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসেন?

بَعَثَتْ إِلَيْهِ وَإِنَّهَا لَأَبِيَّةٌ *** مَاذَا عَلَيْهَا أَنْ أَحَبَّتْ أَحْمَدَا

খাদীজাহ তাঁর কাছে বার্তা পাঠালেন, যদিও তিনি ছিলেন এক মর্যাদাশীল নারী। তার কি ভুল ছিল যে, তিনি আহমদ (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসলেন?

مَاذَا إِذَا خَطَبَتْهُ وَهِيَ عَفِيفَةٌ *** أَتَعَابُ مَنْ تَرْجُو الزَّوَاجَ لِتَسْعَدَا

খাদীজাহ কি ভুল করলেন, যখন তিনি নিজেকে একটি সরল, সৎ চরিত্র হিসেবে রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সুখী হতে পারেন?

إِيْهٍ خَدِيجَةُ قَدْ سَنَنْتِ شَرِيعَةً *** وَأَبَى فُؤَادُكِ عِزَّةً أَنْ يَخْمُدَا

হে খাদীজাহ! আপনি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আপনার হৃদয় গর্ব ও মর্যাদার কারণে কখনো নিঃশেষিত হয়নি।

وَجَعَلْتِ لِلْفَتَيَاتِ حَقَّ تَخَيُّرٍ *** أَفَكُنتِ تَدْرِينَ الَّذِي يَأْتِي غَدا

খাদীজাহ কি জানতেন যে, তিনি যে কাজ করছেন তা ভবিষ্যতে নারীদের জন্য একটি বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে?

وَرَضِيتِ بِالشَّهْمِ الفَقِيرِ وَقَبْلَـهُ *** أَعْرَضْتِ عَمَّنْ فِي غِنَاهِ تَفَرَّدَا

হে খাদীজাহ! আপনি এক দরিদ্র ও সৎ পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ধনী ও গর্বিত পুরুষদের এড়িয়ে চলেছেন।

يَا خِدْرَهَا وَغَدَوْتِ مَعْرَاجَ الهُدَى *** لَمَّا اسْتَفَاضَ النُّورُ فِيكِ وَغَرَّدَا

হে খাদীজাহ! আপনার মাঝে আলোর স্রোত প্রবাহিত হয়ে গুঞ্জন তুললে আপনি পরিণত হয়েছিলেন হেদায়াতের সোপানে ।

يَا حُبَّهَا قَدْ كُنتِ سُلْوَى أَحْمَدٍ *** إِمَّا تَحَيَّرَ فِي الحَيَاةِ وَسُهِّدَا

ওহে খাদীজাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশান্তি ছিলেন, যখন তিনি জীবনের কঠিন সময়ে দিশেহারা হয়ে পড়তেন।

يَا صَبْرَهَا وَالنَّاسُ حَوْلَ حَبِيبِهَا *** رَصَدٌ يَذِيبُ الشَّامِخَ المُتَشَدِّدَا

খাদীজাহ ধৈর্যশীল ছিলেন, যখন মানুষজন প্রিয়জনকে কষ্ট দিয়েছিল। যখন তাদের চক্রান্ত ছিল দৃঢ় পাহাড় গলিয়ে দেওয়ার মত কঠিন।

يَا آيَةَ الإِخْلَاصِ كَيْفَ رِضَاؤُهَا *** بِذَهَابِهِ لِلغَارِ كَيْ يَتَعَبَّدَا

হে নিষ্ঠার নিদর্শন! যখন তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গুহায় ইবাদত করছিলেন, তখন আপনি কীভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন?

أَمَّا البَطُولَةُ إِذَا رَأَتْهُ مُفَزَّعًا *** يَرْجُو الدِّثَارَ فَمَا أَجَلَّ وَأَمْجَدَا

যখন তিনি ভীত হয়ে চাদরের আশ্রয় চাইলেন, তখন খাদীজার প্রদর্শিত বীরত্বের দৃশ্য ছিল অনেক মর্যাদা ও সম্মানের।

وَحَدِيثُهَا: وَاللهِ لَنْ تَخْزَى سَرَى *** فِي نَفْسِهِ كَالْرِيِّ فِي إِثْرِ الصَّدَى

আর তার (খাদীজার) কথা ছিল: আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না।

তার এই আশ্বাস নবীর অন্তরে তৃষ্ণায় জল ঢেলে দেওয়ার মতো শান্তি এনেছিল। এটি তাঁর বিশ্বাস ও সাহসকে আরও দৃঢ় করেছিল।

وَالْحُبُّ تَبْذُلُهُ كَرِيمًا طَيِّبًا *** وَتُعِينِيهِ بِالْمَالِ حَتَّى يَصْمُدَا

তিনি (খাদীজাহ) তার ভালোবাসা বিলাতেন উদারতার সাথে এবং উত্তমরূপে। তাকে (নবীকে) সাহায্য করতেন সম্পদ দিয়ে, যতক্ষণ না নবীজি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

رَضِيتِهِ زَوْجًا فِي الحَيَاةِ وَسَيِّدًا *** لِلْقَلْبِ ثُمَّ أُوتِ إِلَيْهِ مُرْشِدَا

আপনি তাঁকে (মুহাম্মাদকে) জীবনসঙ্গী ও হৃদয়ের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি আপনার জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন।

حَتَّى انْتَهَتْ أَيَّامُهَا تَرَكْت بِـهِ *** جُرْحًا إِذَا بَلِيَ الزَّمَانُ تَجَدَّدَا

যখন তাঁর (খাদীজার) জীবনের দিন শেষ হলো (অর্থাৎ তিনি মারা গেলেন), তিনি তাঁর মনে এমন এক দুঃখ রেখে গেলেন, যা সময়ের সঙ্গে পুরোনো হলেও বারবার নতুন করে জেগে ওঠে।

عَامٌ مِنَ الأَحْزَانِ عَامُ فِرَاقِهَا *** لَا شَيْءَ يُنْسِيهِ إِنْ يَكُ قَدْ بَدَا

এটি ছিল দুঃখের বছর, খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রয়াণের বছর। তার শোক কখনোই ভোলানো যাবে না, যদিও সময় পেরিয়ে গেছে।

كَانَتْ لَدَيْهِ وَحْدَهَا وَكَفَى بِهَا *** يَنْضُو لَدَى أَحْضَانِهَا مَا أَجْهَدَا

একমাত্র খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাই সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন এবং এটি ছিল তার জন্য যথেষ্ট। খাদীজার কাছেই তিনি তাঁর সমস্ত কষ্ট ও ক্লান্তি ভুলে যেতেন।

لَمْ يَشْكُ مِنْهَا مَرَّةً أَوْ تَجْفُهُ *** يَوْمًا وَكَانَ هَنَاؤُهَا أَنْ يَسْعَدَا

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনোই খাদীজাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ করেননি বা কখনো তার সাথে কোনো বিরক্তি অনুভব করেননি। তাঁর সুখ ছিল, শুধুমাত্র তিনি তাঁর সুখে সুখী হতেন।

وَلَئِنْ تَعَدَّدَتِ الحَلَائِلُ بَعْدَهَا *** فَلَقَدْ تَذَكَّرَهَا عَلَى طُولِ المَدَى

যদিও তাঁর পর অনেক স্ত্রীর আগমন হয়েছিল, তবুও তিনি তাঁকে দীর্ঘকাল স্মরণ করে গেছেন।

وَيَحِنُّ إِذَا لَقِيَ صَوَاحِبَهَا كَمَا *** لَوْ كَانَ بِلِقَائِهَا وَيُشْجِيهِ الصَّدَى

যখন তিনি খাদীজার বান্ধবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন মনে হতো

তিনি যেন খাদীজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন এবং তার হৃদয়ে শোকের অনুভূতি জাগ্রত হতো।

اَللَّهُمَّ (هَالَةُ) يَا حَنَانًا دَافِقًا *** مِنْ قَلْبِهِ يَحْكِي الوَفَاءَ مُجَرَّدًا

'হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা!' তার এই বক্তব্য হৃদয়ে থাকা গভীর মমতার অনুভূতি প্রকাশ করত, আর বিশ্বস্ততার নজির স্থাপন করত।

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَغَيْرَتِهَا وَمَا *** قَالَ النَّبِيُّ مَعَارِفٌ لَنْ تُجْحَدَا

আর আয়েশার ঈর্ষার বিষয়ে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা সকলেরই জানা বিষয়।

يَنْهَلُ وَالدَّمْعَاتُ مِلْءَ حَدِيثِهِ *** أَنْ لَيْسَ أَكْرَمَ مِنْ خَدِيجَةٍ مَحْتِدَا

তাঁর মুখে যখন খাদীজার কথা আসত, তখন চোখে অশ্রু ভরে উঠত; কারণ তিনি জানতেন যে, খাদীজার মতো মর্যাদাবান কেউ নেই।

آوَتْ وَأَهْدَتْ مَالَهَا وَتَحَمَّلَتْ *** وَالشَّرُّ فِي الوَادِي عَلَيْهِ تَجَرَّدَا

খাদীজাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন এবং সমস্ত কষ্ট নিজের ওপর নিয়ে নিয়েছিলেন, যখন বিপদ তার পথে দাঁড়িয়ে ছিল।

وَالْعِتْرَةُ الغُرُّ الكِرَامُ جَمِيعُهُمْ *** مِنْ نَسْلِهَا أَعْلَامُ صِدْقٍ لِلْهُدَى

খাদীজার বংশের সকল সদস্য ছিলেন সৎ ও মর্যাদাবান, তাঁর বংশধরেরা সত্যের পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিচিত।

يَا خِدْرَهَا كَمْ كُنتَ مَعْرَاجَ الهُدَى *** وَكَمْ اسْتَفَاضَ النُّورُ فِيكِ وَغَرَّدَا

হে খাদীজাহ! আপনি তো হিদায়াতের সোপান ছিলেন এবং আলোর স্রোত আপনার মাঝে প্রবাহিত হয়ে গুঞ্জন তুলেছিল!

أَهْدَيْتَنَا آلَ النَّبِيِّ أَمَـاجِـداً *** حَمَلُوا لَنَا نُورَ النُّبُوَّةِ مُرْشِدَا

আপনি আমাদেরকে নবীর পরিবারকে মহিমা ও মর্যাদা দিয়েছেন, যারা আমাদের জন্য নবুওয়াতের আলো নিয়ে পথপ্রদর্শক হিসেবে এসেছিলেন।

فِي وجهِهِمْ تَلْقَى مَاثِرَ جَدِّهِمْ *** وَبِحُبِّهِمْ وَحْيُ الْمُهَيْمِنِ رَدَّدَا

তাদের মুখাবয়বে আপনি তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য দেখতে পাবেন এবং তাদের ভালোবাসায় আল্লাহর আধ্যাত্মিক নির্দেশনা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

يَا قَبْرَهَا وَلَدَيْكَ أَكْرَمُ زَوْجَةٍ *** أَرْضَتْ سَرَائِرُهَا النَّبِيَّ مُحَمَّدًا

হে খাদীজার কবর! তোমার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত স্ত্রীর অবস্থান, যিনি তার অন্তরের গভীরতায় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

لَوْ أَنَّ فِي التَّارِيخِ أَسْطُرَ جَوْهَرٍ *** لَحَبًا بِهَا زَوْجَ الرَّسُولِ وَمَجدَا

যদি ইতিহাসে কোনো মূল্যবান রত্নের উক্তি থাকত, তবে তা আপনার নামেই লেখা হতো, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সহধর্মিণী এবং গৌরবের প্রতীক।

يَا لَلْبُطُولَةِ فِي الزَّمَانِ تَفَرُّدَا *** وَالصَّبْرُ وَالإِخْلَاصُ فِيكِ تَجَسَّدا

হে খাদীজাহ! আপনি ইতিহাসে একমাত্র অনন্য ব্যক্তিত্ব, আপনার মধ্যে ধৈর্য ও নিষ্ঠা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

০১. হাদিসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি।

০২. ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারি, ইদারাতুল বুহুস।

০৩. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ।

০৪. ইবনে কাসীর, আস-সীরাতুন্নাবাওয়িয়্যাহ, তাহকীক: মুস্তফা আব্দুল ওয়াহিদ।

০৫. ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন্নাবাওয়িয়্যাহ, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আল-আযহারিয়্যাহ।

০৬. আবুল কাসিম আস-সুহাইলি, আর-রাওদ্বুল উনুফ ফী তাফসিরিস সিরাতিন্নাবাওয়িয়্যাহ, দারুল বায, মক্কা।

০৭. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, তাহকিক: মুস্তফা আব্দুল ওয়াহিদ।

০৮. আব্দুস সালাম হাফেয, সিরাতু নাবিয়্যিল হুদা ওয়ার রাহমাহ, রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি।

০৯. মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী, হায়াতুস সাহাবাহ, দামেশক: দারুল কলম।

১০. ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবাহ, মাকতাবাতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ।

১১. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, কিতাবুশ শা'ব।